Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 _(Index Copernicus International)_
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 141-146
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সমকালীন প্রেক্ষিত ও রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস (১৮৭৪-১৮৯৪)

হরেকৃষ্ণ কুম্ভকার
এম জি কলেজ, লালপুর, পুরুলিয়া, কলকাতা, ভারত

Abstract

The real beginning of the Bengali polite literature was in the nineteenth century. Bankim Chandra is the real father of Bengali novel and this has been accepted by taking the conscent of all. Ramesh Chandra started writing novels by being influenced and inspired by the tradition of Bankim Chandra. He wrote six novels in total—1) History based romance, 2) Historical novel, 3) Social novel. In history based novel and fictional history novels the place of Ramesh Chandra Dutta is just after Bankim Chandra. Bengali romance readers may have kept Ramesh Chandra Dutta in mind probably for this reason. Where Ramesh Chandra is a great historian in his historic novels, Bankim Chandra is a great historic novelist. His social novels are written to preach morality and idealism. He will be immortal to Bengali readers and in Bengali literature for his novels.

সমকালীন উপন্যাসিক পরিবেশ: বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকৃত সূচনা ঊনবিংশ শতকে। কেননা ইতিপূর্বে বাংলা গদ্য ভাষা শৈল্পিক রূপ পায়নি। সমাজ কাঠামোয় তখনো পুরনো নীতি নিয়ম ছিল বলবৎ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য রেঁনেসাস স্পর্শযুক্ত ইংরেজি নভেলের সঙ্গে পরিচিত ঘটে শিক্ষিত বাঙালীর। ইংরেজির অনুসরণে বাংলা উপন্যাস উদ্ভব ঘটলেও পরিবেশ পরিস্থিতি কিন্তু সমরূপ ছিল না। বিদেশী শাসন ও ওপনিবেশিক ব্যবস্থায় এদেশীয় সমাজ তখন সম্পূর্ণভাবে জমিদারতন্ত্রে বাঁধা। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণি আধুনিক ভাবাদর্শ ও সাহিত্য পর্বে মুগ্ধ চিত্ত হলেও সেইসময় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ।

পরাধীনতার দায়ে বৈষয়িক উদ্যোগ উন্নতির সুযোগ থেকেও তখন এদেশীয় পুরুষেরা ছিলেন বঞ্চিত। অন্যদিকে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, জাতি-বর্ণের বিবিধ বাধায় পূর্ণ মানুষরূপে এদেশীয় ব্যক্তি পুরুষের আত্মবিকাশের পথ জানা ছিল না। নারী-পুরুষের সহজ স্বাভাবিক মেলামেশার চিন্তা সেই সময় অকল্পনীয় ছিল। তাই সমকালের সমাজ আশ্রিত প্রেম ভালোবাসার ধন্দে ভরা প্লট রচনার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রথম পর্যায়ের বাঙালী উপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা নগরী ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী রূপে স্বীকৃত হয়। সেই সময় ইংরেজ সহায়তা পুষ্ট নতুন ধণিক গোষ্টীর এবং

জীবিকান্বেষী মধ্যবিত্তের সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। সেইজন্য দেখা যায় বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক রূপটি নকসা জাতীয় রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে "ব্যঙ্গ ধূমকেতুর পুচ্ছ ধরিয়া বাংলার সাহিত্যাকাশে উপন্যাস জ্যোতিষ্কের পরাশ্রয়ী আবির্ভাব"। বস্তুত ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' নামে যে ব্যঙ্গাত্মক নক্সা রচনা করেন তাকেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম পূর্বরূপ বলে মেনে নেওয়া হয়। অনেকেই এটিকে নক্সা বলে চালালেও আসলে এটি নক্সামাত্র নয়, আদ্যন্ত কাহিনী যুক্ত একটি উপন্যাসেরই আদিম রূপ। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হ্যানা কাথেরীন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থটিকে কেউ কেউ বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান। তবে এটি মৌলিক রচনা নয়।

'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮) গ্রন্থটিকেও প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস রচনার প্রয়াসের তালিকায় রাখা যায়। উপন্যাসিক কলাকৌশলের কিছু ত্রুটি থাকায় এটিকেও যথার্থ উপন্যাস বলা যায় না। এই সময়েই ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'সফলস্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরী বিণিময়' নামে দুটি উপাখ্যান দিয়ে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) নামে যে গ্রন্থরচনা করেন, অনেকেই এটিকে বাংলা উপন্যাসের সূচনা বলে গ্রহণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্রই যে বাংলা উপন্যাসের জন্মদাতা এই তথ্যটিকে সর্ববাদি সম্মত বলে গ্রহণ করা হয়। তার 'দূর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৪) গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস রূপে চিহ্নিত করে থাকেন অধিকাংশ সমালোচক। বঙ্কিম পূর্ব যে সমস্ত লেখক লেখিকারা যে গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন এইগুলিতে উপন্যাসের সব শর্ত পালিত হয়নি। রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের ধারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। নিজ রচনাশৈলীর স্বতন্দ্রে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে নিজ নাম মুদ্রনে সমর্থ হয়েছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন ও রচনা: রমেশ চন্দ্র দত্ত একটি বিশিষ্ট বাঙালী কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তার বাবা ছিলেন ঈশান চন্দ্র দত্ত এবং মা ছিলেন ঠাকামানী। তার বাবা ঈশান চন্দ্র তৎকালীন বাংলার ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যুর কারণে পিতৃব্য শশীচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে জীবন গড়ে ওঠে। রমেশচন্দ্র ১৮৬৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে তিনি বিলেতে গিয়ে আই.সি.এস. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন এবং ব্যারিষ্টারি পরীক্ষাতেও সার্থকতা অর্জন করেন। কর্মজীবনে রমেশ চন্দ্র বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট রূপে এবং আরো উচ্চতর রাজপদে অভিযুক্ত থেকে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক রূপে এবং বরোদার দেওয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।

রমেশচন্দ্র ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। একদিকে তিনি ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক বিষয়ে যেমন বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক

ইতিহাসে, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। এতে মনীষী রমেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও সামাজিক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে তার আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজি পদ্যানুবাদ। বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি রমেশচন্দ্র প্রধানত ইংরেজি ভাষাতেই প্রণয়ন করেন। মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টির নির্দেশনা লাভ করেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট।

বাংলা ভাষায় মৌলিক সাহিত্য রচনা করে তিনি তার সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মোট ছ-খানি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি।

তার রচিত উপন্যাসের তালিকা:

১) ইতিহাসমূলক রোমান্সধর্মী উপন্যাস:

ক) বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪)
খ) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭)

২) ঐতিহাসিক উপন্যাস:

ক) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮)
খ) রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯)

৩) সামাজিক উপন্যাস:

ক) সংসার (১৮৮৬)
খ) সমাজ (১৮৯৪)

তার ইংরেজিতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস Literature of Bengal ও অতি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ সংস্কারক রূপেও তিনি ছিলেন এক অগ্রনী পুরুষ। ১৮৯৪ সালে রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে পরিষদটি গঠন করা হয়। এছাড়াও তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক সি.আই.ই. উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস:

তার উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে উল্লেখ করা হল-

ইতিহাসমূলক রোমান্সধর্মী উপন্যাস: ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ‘বঙ্গবিজেতা’ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল টোডরমলের বঙ্গবিজয়। আকবরের সময় ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় লেখা আকবরের অন্যতম অমাত্য টোডরমল আলোচ্য

উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে জড়িত। টোডরমল যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন অমরসিংহ নামক এক জমিদার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইন্দ্রনাথ নামক জনৈক অসমসাহসী বাঙালী যুবকের সহায়তায় টোডরমল তাকে দমন করে 'বঙ্গবিজেতা'র মর্যাদা লাভ করেন। এই মূল কাহিনিটির একদিকে রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ টোডরমলের ঐতিহাসিকতা এবং অন্যদিকে বাঙালি যুবক ইন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন, মহেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, বিমলা প্রভৃতি বাঙালি নরনারীর কাল্পনিক কাহিনি। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের প্রতিভা সম্যক বিকশিত হয়নি। এ উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে নামমাত্র ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস ও কল্পনার মিলন ঘটাবার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন তা রমেশচন্দ্র যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেননি।

'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) উপন্যাসের তিন বছর পর লিখিত হয় 'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭)। কাহিনি পরিকল্পনায় টডের লেখা রাজপুতনার ইতিহাস এবং টেনিসনের Enoch Arden কাব্যের আদর্শ এখানে যুগ্মভাবে বহমান। ইতিহাসের অনুসরণে লেখা হলেও এটি মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস। জমিদার নরেন্দ্রনাথ তার নায়েবের কন্যা হেমলতার প্রতি প্রণয়াসক্ত হলেও নায়েবের চক্রান্তে তাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। দেশত্যাগের প্রাক্কালে প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ সে হেমলতার হাতে একটি মাধবীলতার কঙ্কন পরিয়ে দেয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমন করে নরেন্দ্রনাথ অবশেষে রাজমহলে উপস্থিত হয়। এখানে তখন আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন শাজাহানের পুত্র সুজা। শাহাজানের শেষ জীবনে তার সিংহাসনের অধিকার নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে যে রাজনৈতিক কলহ দেখা দেয় সুজার পক্ষ অবলম্বন করে নরেন্দ্রনাথও সেই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ে।

যে প্রেমাকাঙ্খা নরেন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি, এখানে ভিন্ন পরিবেশে জেলেখার তার প্রতি প্রেমকামনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানেও তা প্রকাশিত হবার পথ পেলনা। নরেন্দ্রনাথ বাল্য প্রণয়ের আকর্ষণে আবার স্বদেশে ফিরে এসে হেমলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। হেমলতা তখন শ্রীশচন্দ্রের বিবাহিত পত্নী। হেমলতা মাধবীকঙ্কনটি নরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে দেয়। হেমনতা স্বামীকে আঁকড়ে ধরে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। 'মাধবীকঙ্কন' উপন্যাসে ইতিহাত নিষ্ঠাপূর্ণ ও আকর্ষনীয় হয়েছে এবং ইতিহাসের সঙ্গে নায়কের জীবন জড়িত হয়ে পড়েছে। পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের যোজনাও যথাযথ হয়েছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'মাধবীকঙ্কন একেবারে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসিকের রচনা।'

ঐতিহাসিক উপন্যাস: রমেশচন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস হল 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান, মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তার সংঘর্ষ এবং তার বিজয়। এই উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনি অনেকটাই আছে, কিন্তু উপন্যাস বা কাল্পনিক কাহিনি উপেক্ষিত নয়। এই গ্রন্থে একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনি যোগ করেছিলেন রমেশচন্দ্র। সে কাহিনিটি রঘুনাথ-সরজুর কাহিনি। শিবাজীর চরিত্র সৃষ্টি এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্ণনার মধ্য দিয়ে রমেশ চন্দ্র আপনার

স্বদেশপ্রীতিরও সুন্দর পরিচয় দান করেছেন। ঔরঙ্গজেবের চরিত্র চিত্রনেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের নিদর্শন রেখেছেন।

জাহাঙ্গীরের সময় রাজপুতদের সঙ্গে মোঘলদের যুদ্ধ ইতিহাস 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯) গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। রাজপুত শক্তির সুকঠিন সংগ্রাম সত্ত্বেও রাজপুতদের আত্মবৈরিতার ফলে তাদের জাতীয় জীবনে যে ভয়াল অন্ধকার নেমে এল সেই করুণ বিষাদ কথাই বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। আর এই ঐতিহাসিক পরিমন্ডলে তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর প্রেম কাহিনি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রাজপুত বীর রানাপ্রতাপই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রতাপের মৃত্যুর পর তার পুত্র অমর সিংহ পরাজিত হয়েও মোঘলদের স্বাধীনতা স্বীকার না করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন- "'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' বঙ্গসাহিত্যে দুইখানি চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্গসাহিত্যে তাহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে"।

সামাজিক উপন্যাস: 'সংসার' (১৮৮৬) রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে বর্ধমান জেলার তালপুকুর গ্রামের দরিদ্র কন্যা বিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা কালীতারা এবং ধনীকন্যা উমা- এই তিন বাল্যসঙ্গীর সংসার জীবনের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন করে রমেশচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছেন যে ধন বা কুল মর্যাদের চেয়েও সুখ ও শান্তির জন্য বেশি প্রয়োজনে সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসা। তাই বিন্দু গরীবের মেয়ে হলেও বেশি সুখী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি রচনার মাত্র তিনবছর আগে বিধবা বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। গ্রন্থে বিন্দুর বিধবা বোন সুধার সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত শরৎচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সামাজিক বিশেষত্ব দেখা দিয়েছিল এবং কিভাবে তা প্রশমিত হল তার পরিচয় রয়েছে। সংস্কারবিমুখ যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রমেশচন্দ্র বিধবা বিবাহকে সমর্থন করতেন। এই উপন্যাসে সেই বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন রমেশচন্দ্র।

'সংসার' উপন্যাসের আট বছর পর 'সমাজ' (১৮৯৪) উপন্যাসটি রচিত হয়। এই উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের স্বপক্ষে কাহিনী গ্রথিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূল ঘটনা দুটি পরিবারের কাহিনী তারিনী মল্লিক ও কামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের আখ্যানেই এই উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী রমেশচন্দ্র উদার মন নিয়ে বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাস্তব জীবন চিত্রন, কল্যান ধর্মের আকর্ষণ রমেশ চন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসকে তাৎপর্যমন্ডিত করেছে।

উপসংহার: ইতিহাসাশ্রয়ী ও কল্পঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে রমেশচন্দ্রের স্থান বঙ্কিমচন্দের পরেই। বাঙালি রোমান্স পাঠক হয়তো এইজন্য তাকে আজও মনে রেখেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণামের চিত্র অঙ্কণে সাফল্য দেখিয়েছেন তিনি। কারণ রমেশচন্দ্রের লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বেশি ইতিহাস আছে, কিন্তু বঙ্কিমের লেখায় ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে চিরকালের মানব জীবনের ভাবনা যেভাবে ফুটে উঠেছে তা রমেশচন্দ্রে অনুপস্থিত। তাই রমেশচন্দ্র যেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বড় ঐতিহাসিক, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বড় ঐতিহাসিক উপন্যাসিক। ঐতিহাসিক রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে

স্কটের আদর্শ ও রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে এক রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেই পাওয়া যায়।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল ও মিশ্র ধরণের, কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে বঙ্কিমের বিচিত্র রোমান্স ও ঐন্দ্রজালিক মোহ নেই। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের গতি কাল্পনিকতা থেকে সত্যানিষ্ঠার দিকে। উনিশ শতকের বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জগতে তিনি বঙ্কিমের সমকক্ষ না হলেও তার পরেই তাকে স্থান দিতে হয়। তার সামাজিক উপন্যাসগুলি নীতি ও আদর্শবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। সামাজিক উপন্যাসে তার বিশেষ গুণ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। উপন্যাস লেখার জন্যই তিনি বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালজয়ী হয়ে থাকবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

(১) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা- ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(২) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৩) সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়- পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য।
(৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (নবম খন্ড)- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড)- সুকুমার সেন।
(৬) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস- ড. অশোক কুমার মিশ্র।
(৭) বাংলা সাহিত্য পরিচয়- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
(৮) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়- ড. অলোক চক্রবর্তী।